PRINT

সমকাল

আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১১ ঘণ্টা আগে

অজয় দাশগুপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে ১ জুলাই, ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-ডাকসু এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগ কিছুটা ভিন্নধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল এভাবে- সকালে প্রতিটি বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষকদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। তখন ৩৫টির মতো বিভাগ ছিল। ফুল দেওয়ার পর সব বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা মিছিল করে সমবেত হন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। সেখানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মিছিল যায় জগন্নাথ হলের গণকবরে। এ ছাত্রাবাসটি ছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সংঘটিত জেনোসাইডের অন্যতম এপিসেন্টার। স্বাধীনতার পর জগন্নাথ হলের ছাত্র ও শিক্ষকরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে নিজেদের রক্ত বিক্রি করে

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ছাত্র ও শিক্ষকদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। এর পর মিছিল যায় বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শিক্ষকদের সমাধিস্থলে। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য অবদানের কথা আমরা জানি। ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিল শুরু হয়েছিল তৎকালীন কলাভবন সংলগ্ন আমতলা থেকে। আর ১৯৭১ সালের ২ মার্চ নীলক্ষেতের বর্তমান কলাভবনের সামনের বটতলায় ডাকসু ও ছাত্রলীগ নেতৃত্ব প্রথম তুলেছিল বাংলাদেশের লাল-সবুজ-সোনালি রঙের জাতীয় পতাকা; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার যে পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ এক অনন্য গৌরব। ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই তৎকালীন উপাচার্য ড. আবদুল মতিন চৌধুরীর সার্বিক সহযোগিতা এবং শেখ শহীদুল ইসলাম ও মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে যে ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলাম, তা অনুসরণ হোক, সেটা অনেকে চেয়েছেন। তবে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইনস্টিটিউট অব জেনোসাইড স্টাডিজের সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধে তাদের পূর্বসূরিদের অবদান অবহিত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা এক কথায় অনন্য। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের কয়েকটি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যে এ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে। সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। শুক্র ও শনিবার সকাল ও বিকেলে একেকটি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা বটতলায় সমবেত হয়। সেখান থেকে হেঁটে তারা সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, এসএম হল, জগন্নাথ হল, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, শহীদ শিক্ষকদের সমাধিস্থল ও ডাকসু সংগ্রহশালা পরিভ্রমণ করার পর মধুর কেন্টিনে সমবেত হয়। ওয়াকিং মিউজিয়াম নামে পরিচিত এ আয়োজনে চলতে চলতেই ছাত্রছাত্রীরা শোনে মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সাহস ও বীরত্বগাথা। নবীন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চলতে চলতে সেই স্বপ্ন ও সাহসের দিনগুলোর কথা তুলে ধরার সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে দিয়েছে- একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী বা হতে পারে! মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনার পর মধুর ক্যান্টিনের আড্ডায় অংশ নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বলছে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ধূলিকণায় যেন মিশে আছে শহীদ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের রক্ত। তারা উন্নত ও সমৃদ্ধ গৌরবের বাংলাদেশ গড়ে তোলার অনন্ত অনুপ্রেরণা। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস। আমাদের প্রিয় এ প্রতিষ্ঠান নতুন এ পথযাত্রায় একইভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রদান করবে; রাজনীতি-অর্থনীতি-শিক্ষাসহ সর্বত্র দক্ষ ও যোগ্য কর্মীর অব্যাহত জোগান দিয়ে যাবে- এটাই কাম্য। আমরা তো শুধু বাংলাদেশের অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিতে তুষ্ট নই; বিশ্বের সেরাদের সেরা তালিকাতেও স্থান করে নিতে চাই।

সাংবাদিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেট সদস্য
ajoydg@gmail.com

© সমকাল 2005 - 2018

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com